দৈনিক
ইনকিলাব
তারিখ ... SEP 05 2006 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৩....

টাস্কফোর্স বৈঠকে সিদ্ধান্ত

বেফাকুল মাদারিসিলের মাধ্যমে দাওরাকে এমএ'র মান দেয়া হবে

ইনকিলাব রিপোর্ট

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবীয়ার (কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) মাধ্যমে কওমী মাদ্রাসার দাওরা ডিগ্রীকে এমএ'র মান দানে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার গঠিত টাস্কফোর্স। গতকাল (সোমবার) শিক্ষাসচিব মমতাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের প্রথম বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে। এ বৈঠকে উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে বেফাকুল মাদারিসকে পূণর্গঠন করা হয়েছে। পূনর্গঠিত এ কমিটির সভাপতি করা হয়েছে সাবেক সভাপতি চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক আল্লামা আহমাদ শফীকে এবং মহাসচিব করা হয়েছে গোপালগঞ্জ গওহরডাংগা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল রুহুল আমীনকে। বেক মহাসচিব মাওলানা আবদুল জাব্বারকে করা হয়েছে যুগ্ম-মহাসচিব। পৃষ্ঠপোষক করা য়েছে সাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হককে। সেই সাথে প্রেসিডিয়াম সদস্য করা হয়েছে তীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক, মাসিক মদিনা সম্পাদক ওলানা মুহিউদ্দিন খান ও চট্টগ্রাম পটিয়া মাদ্রাসার ভাইস ১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

টাস্কফোর্স বৈঠকে সিদ্ধান্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রিন্সিপাল মাওলানা আবদুল হালিম বোখারীকে।

গতকাল অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের এ সভায় উপস্থিত আলেমগণ ভিন্ন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এফিলিয়েশনের পরিবর্তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বেফাকুল মাদারেসিলকে একাডেমিক কার্যক্রমহীন এফিলিয়েটিং ক্ষমতা প্রদানের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে। জানা যায়, কওমী মাদ্রাসার দাওরা ডিগ্রীকে স্নাতকোত্তর (এমএ) মানদানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ঘোষণা বাস্তবায়নে দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংশ্লিষ্ট পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সম্প্রতি ২০ সদস্য বিশিষ্ট এ টাস্কফোর্স গঠন করে দেয়। দাওরা ডিগ্রীকে (ইসলামিক স্টাডিজ/আরবী সাহিত্য) এমএ'র মান দানের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য এই টাস্কফোর্সকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে। সেই সাথে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়নের জন্য ৫ দফা গাইড লাইন ও কর্মপরিধি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। নির্দিষ্ট গাইড লাইনের আলোকে কৌশল প্রণয়ন করে তা শিক্ষামন্ত্রণালয়ে এক মাসের মধ্যে উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে।

শিক্ষা সচিবকে আহ্বায়ক করে গঠিত ২০ সদস্যের এই টাস্কফোর্স দাওরাকে এমএ'র মানদানের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দেশের সকল কওমী মাদ্রাসার সিলেবাস, পাঠ্যবিষয়, মূল্যায়ন ব্যবস্থার সমতা বিধান এবং যথাযথ মানে উন্নীতকরণ; সকল মাদ্রাসায় একই রকম স্তর ও শ্রেণী বিন্যাসের ব্যবস্থাকরণ; মাদ্রাসাসমূহের সমন্বয়, উন্নয়ন এবং পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠন; কোন এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দাওরা ডিগ্রীর সনদ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবী সাহিত্য ও ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিষয়ে শিক্ষকতা, কাজীর দায়িত্ব পাওয়া, মসজিদের ইমাম হিসেবে নিয়োগসহ বেতন-ভাতাদীর সরকারী অংশপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে আলীয়া মাদ্রাসা থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের সমান্তরাল সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে কৌশল প্রণয়নে গতকাল শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে প্রথম বৈঠক করে।

দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত এ টাস্কফোর্স কমিটিতে রয়েছেন- খতিব মাওলানা আহমেদ শফী, শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক, খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক, মুফতী আব্দুর রহমান, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ফজলুল হক আমিনী এমপি, মুফতী মোহাম্মদ ওয়াক্কাস এমপি, মুফতী শহিদুল ইসলাম এমপি, প্রিন্সিপাল মাওলানা আনোয়ার শাহ, মাওলানা আবদুল বাসেত, মাওলানা সুলতান যওক নদভী, মাওলানা আবদুল জব্বার, প্রিন্সিপাল মাওলানা আবদুল হালিম বোখারী, প্রিন্সিপাল রুহুল আমীন, মাওলানা ইউসুফ নেজামী, মুফতী মোবারক উল্লাহ, মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী,